R. N. No. 2532/57 Regd WB/MSD No.—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোননং—৪

৬৪শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৮৪ সাল। ৮ই জুন, ১৯৭৭ সাল। | নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

ফরাক্কায় 'মাক্সা'-র জালে সি পি এম আটকা পড়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ জুন—জঙ্গিপুর মহকুমার ৫টি নির্ব্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে বামফ্রন্ট ৩টিতে জয়লাভ সম্পর্কে প্রায় সুনিশ্চিত। তার মধ্যে ফরাক্কা কেন্দ্রটির কথা সর্ব্বপ্রথম তাদের স্মরণে আসছে। জঙ্গিপুরের জনৈক সি পি এম নেতা সপ্তাহখানেক আগে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আমাকে এ সম্পর্কে বলেছিলেন, 'ফরাক্কায় জেতা কোন ব্যাপার নয়। অঘটন কিছু না ঘটলে এই কেন্দ্রে কারও ক্ষমতা নেই তাদের জয় আটকানোর।' ফরাক্কা কেন্দ্রটি সম্পর্কে ঐ নেতার কথার জের টেনেই মহকুমার শেষ কেন্দ্রটির নির্ব্বাচনী সমীক্ষা শুরু করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম সি পি এমের বাড়া ভাতে মার্কসবাদী কর্মী সংস্থা সংক্ষেপে 'মাক্সা' (এখানকার সাধারণ মানুষের দেওয়া নাম) ছাই দিয়ে তাঁদের সঙ্গে এই কেন্দ্রে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ফলে মুখে যাই বলুন না কেন, সি পি এম নেতারা বেশ বেকায়দায় পড়েছেন। বামভোট ভাগাভাগি হতে চলেছে। ফরাক্কার ৭৩,৭৫৮ জন ভোটারের মধ্যে বেশীর ভাগই বিড়ি শ্রমিক ও ফরাক্কা ব্যারেজের কর্মচারী। এখানকার লড়াইও মুখ্যতঃ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বনাম দীনমজুরের। সি পি এম দলের পক্ষে সমর্থন রয়েছে বুদ্ধিজীবীদের, 'মাক্সা'র পক্ষে দীনমজুরের। কাজেই যারাই এই দুই শ্রেণীর সমর্থন আদায়ে সক্ষম হবেন ফরাক্কা বিধানসভা নির্ব্বাচনে তাঁরাই জয়ী হবেন এটা প্রায় নিশ্চিত। মার্কসবাদী কর্মী সংস্থা এবং এস ইউ সি এই কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী জেরাত আলিকে সমর্থন করছেন। তিনি নিজে একজন বিড়ি শ্রমিক এবং

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভোটারদের প্রশ্ন, প্রার্থীদের বক্তব্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ জুন—এক জায়গায় মিলিত হয়ে প্রার্থীরা তাঁদের বক্তব্য রাখবেন এবং ভোটাররা প্রার্থীদের কাছে প্রশ্ন রাখবেন—রঘুনাথগঞ্জ শহরের চারজন উদ্যোক্তার উদ্যোগে গতকাল জঙ্গিপুর পুরভবনে কেবলমাত্র জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য এ রকম সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কেন্দ্রের সাতজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে মাত্র দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী এই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। চারজনের অনুপস্থিতির কারণ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হরিজন পল্লীতে মানুষে-শূকরে সহবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ জুন—জঙ্গিপুর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের হরিজন পল্লীতে দু'তিনটি হরিজন পরিবার শূকরের সঙ্গে সহবাস করছে। তাদের জন্য বাড়ি তৈরী করা হচ্ছে পুরসভার পক্ষ থেকে। কিন্তু সিমেন্টের অভাবে বাড়ি তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় শূকরের জন্য তৈরী ঘরে তাদেরকে বাস করতে হচ্ছে। এবং ঘর তৈরী হবার আগেই মাসে মাসে ঘর ভাড়া পনের টাকা করে কেটে নেওয়া হচ্ছে। এসাকমোদের মত ছোট ছোট খুপরি, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়; ভেতরে ভীষণ দুর্গন্ধ। এই রকম নোংরা পরিবেশে বাড়ির অভাবে হরিজনরা বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যান্য হরিজন পরিবারের মধ্যে একজনের বাড়ির হাল মেরামতির অভাবে এমন অবস্থায় পৌঁচেছে যে, যে কোন সময় ভেঙে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। এ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে পুরপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় জানান, পুরসভার নিয়ম অনুসারে হরিজনদের কাছ থেকে মাসে মাসে পনের টাকা করে বাড়ি ভাড়া কেটে নেওয়া হয়। আগে কাটা হত পাঁচ টাকা করে। পে কমিশনের সুপারিশে বেতন বাড়ার পর ওদের কাছ থেকে পনের টাকা বাড়ি ভাড়া আদায় করা হয়। তিনি আরো জানান, টেণ্ডার আহ্বানের পরও সিমেন্টের অভাবে পুরসভার কয়েক লক্ষ টাকার কাজ আটকে গেছে। হরিজন পল্লীর বাড়ি তৈরীর কাজও সিমেন্টের অভাবে বিঘ্নিত হয়েছে।

কপিষ্ঠ সাসপেণ্ড

সাগরদীঘি, ৭ জুন—প্রেসিডেনসি বিভাগের রেজিষ্ট্রী অফিসসমূহের পরিদর্শকের (আই আর ও) রিপোরটের ভিত্তিতে সাগরদীঘি সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের কপিষ্ট রিয়াজুদ্দিন সেখকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি রতনপুর গ্রামের একটি বসতবাড়িকে আবাদী জমি দেখিয়ে ক্রেতার প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছেন এবং নিজের একজন নিকট আত্মীয়ের স্বার্থরক্ষার জন্যই তিনি এ কাজ করেছেন। আই আর ও সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্মীর বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগের তদন্ত করে গিয়ে একটি রিপোরট দেন এবং সেই রিপোরটের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে সাসপেণ্ড করা হয় বলে সাব রেজিষ্টার জানান।

প্রশাসন প্রস্তুত, ভোট আগামী মঙ্গলবার

বিশেষ প্রতিনিধি, ৮ জুন—সবাই যদি ভোট দেন তবে আগামী মঙ্গলবার, ১৪ জুন, জঙ্গিপুর মহকুমায় ৩৭১টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দেবেন ৩,৬৮,৫২৬ জন ভোটার। ঐ দিন ভোট গ্রহণ করা হবে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত। প্রশাসন ভোট গ্রহণের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন ১৪ জুনের অপেক্ষায়। রুট চারট অনুযায়ী ফরাক্কা, অরঙ্গাবাদ, সুতী, সাগরদীঘি (তপঃ) ও জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বুথগুলির উদ্দেশ্যে পোলিং

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শিকল পরা ছল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৭ জুন—জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে জেলার থানায় থানায় বন্দুকের লাইসেন্সধারীদের ডেকে বলে দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরা যেন নিজ নিজ বন্দুক, রাইফেল ইত্যাদি শেকল দিয়ে আলমারীর ভেতর আলমারীর সঙ্গে বেঁধে রাখেন। গত রবিবার সাগরদীঘি থানায় লাইসেন্স-সমেত বন্দুকধারীদের ডেকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে মহকুমার অন্যান্য থানাতে খুব শিগ্‌গিরই একই নির্দেশ দেওয়া হবে। সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

জীবাণু সার
এ্যাজোবেকটার
ধান চাষের
খরচ কমায় ও ফলন বাড়ায়
প্রস্তুতকারক: মাইক্রোবস ইণ্ডিয়া • ৮৭, লেনিন সরণী, কলি-১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল।

নির্বাচনী স্বস্তিবাচন

নির্ব্বাচনী যুদ্ধের আর সাতদিন বাকী। আগামী মঙ্গলবার রাজ্যের নির্ব্বাচকমণ্ডলী তাঁহাদের মনোনীত প্রার্থী নির্বাচন করিবেন। কিন্তু নির্ব্বাচনের দিন যতই আগাইয়া আসিতেছে নির্ব্বাচকদের মধ্যে তথা ভোটকর্মীদের মধ্যে স্বস্তির ভাব ততই যেন শিথিল হইতেছে। এক আশঙ্কা—কে কখন, কাহার দ্বারা আক্রান্ত হন। ভোট কর্মীরা সেই আশঙ্কাই করেন। তাই তাঁহাদের জন্য চাই প্রার্থীদের পক্ষ হইতে স্বস্তিবাচন। এই নব্য স্বস্তিবাচন রাজ্যের হতভাগ্য নির্ব্বাচকমণ্ডলীর জন্য—তাহাদেরই একাংশের জন্য, যাঁহারা আসন্ন বিধানসভার নির্ব্বাচনে এম-এল-এ পদপ্রার্থীদের মুখে হাসি ফুটাইতে, তাঁহাদিগকে পাঁচ বৎসরের কর্মকালে জনসেবী করিতে এবং জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য আনিতে আপনাদিগকে নিঃস্বার্থভাবে (প্রায় ক্ষেত্রেই) নিয়োজিত করেন।

কিছুদিন ধরিয়া প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে দেখা যাইতেছে, রাজ্যের এখানে-সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে ভোটকর্মী খুন নয়ত নিগৃহীত হইতেছেন। এই খুন বা নিগ্রহ কোনও একটি দলের হইতেছে না, সর্বদলীয় ভিত্তিতে হইতেছে। অর্থাৎ প্রত্যেক দলেরই (প্রধান প্রধান) ভোটকর্মীদের ভাগ্য এই ভাবে বিপর্যস্ত হইতেছে। এই ভোটকর্মীরাই নির্ব্বাচকমণ্ডলীর একাংশ।

ভোটকর্মীরা হয়ত দলীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ নয়ত ব্যক্তি প্রভাবে মুগ্ধ কিংবা দিনকয়েকের জন্য দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়ে নিরানন্দতা কাটাইয়া ভোটিক উৎসাহ উদ্দীপনায় লুব্ধ। তাঁহারা এই কারণে ভোটসমরের মহারথীর জন্য গ্রামে-গ্রমান্তরে, শহরে-নগরে, হাটে-বাজারে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ফিরেন মাইক-ফুৎকারে, হ্যাণ্ডবিল-পোষ্টারে, পাড়ার দুয়ারে দুয়ারে একটি মাত্র উদ্দেশ্যে—তথাকথিত রথীদের অনুকূলে 'ভোট টানিবারে'। প্রচণ্ড মার্তণ্ডবহ্নিতে, বর্ষণসিক্ততায়, ধূলিকর্দমাক্ততায়, অনিয়মিত আহারে, স্বল্পবিশ্রামে এই ভোটকর্মীরা নির্বিকার রহিয়া স্পষ্টবক্তা কোন কোন ভোটারের মুখঝামটা খাইয়াও তাঁহাদিগকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং বুদ্ধিদীপ্ত বাচনিক কলাকৌশল প্রকাশে তৎপর থাকেন। ইঁহাদের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিতেছে। দল-নির্বিশেষে ইঁহারা খুশি-খেয়ালের বলি হইতেছেন।

আর ইহার জন্য শক্তিমান দলগুলি একে অপরের ঘাড়ে দোষ দিয়া নিজেরা ধৌত তুলসীপত্র হইতে চাহিতেছেন। এই পারস্পরিক নিন্দা-দোষারোপের পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ শক্তিমান্ দলের সংসদীয় গণতন্ত্রে কত ডিগ্রী বিশ্বাস আছে, এ প্রশ্ন বাদ দিয়া একটি কথা সাধারণ মানুষের মনে জাগিতে পারে যে, যখন প্রধান প্রধান দলগুলির একে অপরে হানাহানি করিতেছে, তখন প্রত্যেক দলই সাধ্যমত খুনবাজ বা হামলাবাজ শ্রেণীর জন্য একটি স্পেশাল কোটা রাখেন। অথচ প্রত্যেক দলই নির্বাচনী হামলাবাজির জন্য ঘৃণা-নিন্দা প্রকাশে পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন।

এমত অবস্থায় আমাদের অনুরোধ, সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রধান দলসমূহ মুখের কথায় বিশ্বাসের প্রচারণা না দেখাইয়া সম্মিলিতভাবে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যাহাতে জনজীবন নিঃশঙ্ক হয়, ভোটকর্মীরা নিরুদ্বেগে আপনাদিগের কাজ করিতে পারেন এবং তাবৎ প্রধান দলগুলি সংসদীয় গণতন্ত্রে আস্থার পরিচয় দিতে পারেন।

ভোট বয়কটের প্রস্তুতি

অরঙ্গাবাদ, ৭ জুন—অরঙ্গাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পার লালপুর, পার অনুপনগর এবং আরো দু' একটি গ্রামে এবার বিধানসভা নির্বাচন বয়কটের প্রস্তুতি চলছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। গ্রামের মোড়ল নবকুমার সরকার আমাদের সংবাদদাতাকে জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোন ভোট গ্রহণ কেন্দ্র নাই। এতদিন তাঁরা বিধানসভা নির্বাচনে ৬।৭ মাইল দূরে নদী পেরিয়ে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়ে এসেছেন। এভাবে ভোট দিতে গিয়ে তাঁদের একদিনের মজুরি কাটা যায়, ট্যাকের পয়সা খরচ হয় এবং সময় নষ্ট হয়। তাই এবার তাঁরা ঠিক করেছেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এলাকার ভোটাররা অংশ গ্রহণ করবেন না।

'মাক্‌সা'-র জালে সি পি এম আটকা পড়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গত বিধানসভায় হাজারখানেক ভোটের ব্যবধানে সি পি এম প্রার্থীরূপে এই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিগত লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে দলের জেলা কমিটির সঙ্গে বিরোধের ফলে শ্রীআলিসহ বহু সি পি এম সদস্যের দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এই সম্পর্ক ছিন্নকারীরাই পরবর্তীকালে একজোট হোয়ে 'মাক্‌সা' গঠন করেন। 'মাক্‌সা' জেলার সমস্ত কেন্দ্রে সি পি এমের বিরোধিতা করছে। তাদের মতে সি পি এম দল 'সুবিধাবাদী রাজনীতি' করছেন এবং 'জেলার বুকে সাধারণ মানুষের আন্দোলনে শরিক হতে তাঁরা অক্ষম।' বিরোধীতার সূত্র ধরেই জেরাত আলি এখানে নির্দল প্রার্থী হয়েছেন। শ্রীআলি সি পি এমের একজন পুরোনো ও বিশ্বস্ত কর্মী। বিরাট অংকের বিড়ি শ্রমিকের ওপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাব আছে। প্রায় ৮০ ভাগ বিড়ি শ্রমিক তাঁকে সমর্থন করছেন এবং সব মিলিয়ে বাম ভোটের বিরাট অংকে তিনি ভাগ বসিয়েছেন। কেন্দ্রের সি পি এম প্রার্থী আবুল হাসনাৎ খান মুখে যাই বলুন না কেন, বহু বাম সমর্থকের মন থেকে জেরাতপ্রীতিকে তাঁরা সরাতে পারবেন না। বেশ কিছু লোকের সঙ্গে কথা বলে আমার এ ধারণা জন্মেছে। অপরদিকে কেন্দ্রের অশিক্ষিত কিছু লোকের কাছে দেখলাম 'কাস্তে-হাতুড়ি-তারা' চিহ্নটা বেশ আকর্ষণীয়। সে দিক দিয়ে হাসনাৎ সাহেব চিহ্নটা ভাঙ্গিয়ে জেরাতের বেশ কিছু ভোট কেটে নেবেন। সি পি এমের বেশ কয়টি মিছিল বেরিয়েছে, পোষ্টারও পড়েছে বেশ কিছু। তাঁদের কর্মীরা বাড়ী বাড়ী ঘুরছেন এবং জেরাত সম্পর্কে তাঁদেরকে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। জেরাতের কর্মীরাও ঘুরছেন। দুই প্রার্থীর কর্মীরাই অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। কিন্তু তাঁদের এত পরিশ্রম কি শেষ পর্যন্ত সার্থক হবে? কংগ্রেস মনে করে বাম প্রার্থীদের মধ্যে ভোট ভাগাভাগির ফলে হাওয়া তাদের অনুকূলে যাবে এবং কেন্দ্রে তাদের জয় সুনিশ্চিত হবে। গত বছর এই কেন্দ্র থেকেই বর্তমান কংগ্রেস প্রার্থী ওয়াজেদ আলি জেরাতের কাছে পরাজিত হন। তাই এবারের বামপন্থীদের ঝগড়া তাদের সামনে বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে—কংগ্রেস পক্ষ এটা দাবি করলেও কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী যুব কংগ্রেস নেতা ওবাইদুর রহমান কিন্তু তা মনে করেন না। শ্রীরহমান এখানকার যুব-ছাত্র সংগঠনের এক বিরাট অংশের নেতৃত্ব দেন। তাঁকে ব্লক কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের বেশীর ভাগ নেতাই সমর্থন করছেন এবং তিনি ফরাক্কা ব্যারেজ কর্মচারীদের আই-এন-টি-ইউ-সি ইউনিয়নভুক্তদের সমর্থন পাবেন বলে ওবাইদুর সমর্থকরা দাবি করছেন। তাঁদের মতে, কংগ্রেস প্রার্থী আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখছেন। এই কেন্দ্রে মূল লড়াই হবে ত্রিমুখী অর্থাৎ তাঁদের সঙ্গে বামপন্থীদের। কংগ্রেস ও সি পি এমের এই খেয়োখেয়িতে মনে হয়েছিল জনতা প্রার্থী লাভবান হবেন। কিন্তু জনতা দলের তেমন কোন প্রচার বা সমর্থন চোখে পড়েনি। জনতা প্রার্থী সৈয়দ তোফায়েল হোসেন উপরোক্ত চার জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগটা ঠিক কাজে লাগাতে পারছেন বলে মনে হয় না। তাঁর সমর্থনে সক্রিয় কর্মী তৎপরতা এবং সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী ভূমিকার অভাব চোখে পড়ার মত।

কেন্দ্রের সপ্তরথীর অপর দু'জন হোলেন মহঃ ইজরাইল (মুঃ লীঃ) ও জগন্নাথ গুপ্ত (নিঃ)। এঁদের উভয়েরই কোন কর্মী ও নির্বাচনী কার্যকলাপ চোখে পড়েনি। তাই নির্বাচনী লড়াইতে তাঁরা কতটা সাফল্য অর্জন করতে পারবেন তা নিয়ে বেশ সন্দেহ রয়েছে। হিন্দু-মুসলিম কোন সেন্টিমেন্ট এখানে চোখে পড়েনি। তাই এই কেন্দ্রে নির্বাচন হবে মূলতঃ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও প্রার্থীর রাজনৈতিক ভূমিকার ওপর। ১৪ জুন যতই এগিয়ে আসছে এলাকার প্রচার ততই জোরদার হচ্ছে। বিশেষ কোরে বামপন্থীদের লড়াই এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ফরাক্কা কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশী আলোড়ন তুলেছে।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

টমটম চাপায় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ জুন—জঙ্গিপুর বহরমপুর সড়কের ফাদিলপুর সেতুর কাছে গত রবিবার ঘোড়াগাড়ি চাপা পড়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার লুদরাপুর গ্রামের দশ মাসের এক শিশু নিহত হয় এবং তার মা রাসেলা বিবি আহত হয়। ঘোড়াগাড়িটি আটক করা হয়েছে, চালক পালিয়েছে। আহত রাসেলা বিবিকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে।

পিটিয়ে হত্যা ঃ রঘুনাথগঞ্জ থানার জামুয়ার গ্রামে গত শনিবার চর্মকারদের জাতীয় গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে জগন্নাথ রবিদাস নামে এক চর্মকারকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশী সূত্রের খবরে প্রকাশ, গ্রামের রবিদাসরা মিলিতভাবে ঠিক করেন যে তাঁরা আর চর্মকারের কাজ করবেন না। কিন্তু জগন্নাথ রবিদাস সেই সিদ্ধান্ত অমান্য করে একটি মৃত জন্তুর চামড়া ছাড়াতে গেলে রবিদাসরা তাঁকে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করেন। আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্ত্তির পর তিনি মারা যান।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু ঃ গত ৩ জুন সমসেরগঞ্জ থানার হাউসনগর গ্রামের মধ্যবয়স্ক জনৈক ব্যক্তি মাঠে কাজ করার সময় বজ্রাঘাতে নিহত হন। বৃষ্টির সময় তিনি যে বাড়ীতে আশ্রয় নেন তার কিছু অংশ পুড়ে যায়। ২৮ মে নিমতিতা অঞ্চলের পিনাকি গ্রামের কুদ্দুস সেখ নামে এক ব্যক্তি বজ্রাঘাতে নিহত হন এবং বাসদেবপুরের জনৈকা মহিলা বজ্রাঘাতের ফলে অন্ধ ও বধির হয়ে যান।

জলে ডুবে মৃত্যু ঃ ৬ জুন রঘুনাথগঞ্জ শহরের গণেশ বিশ্বাস নামে ৮ বছর বয়সের একটি ছেলে স্নান করতে গিয়ে ভাগীরথী নদীতে ডুবে যায়।

মৃতদেহ উদ্ধার ঃ জাতীয় সড়কের মহলোর কাছে একটি কালভার্ট থেকে গত সপ্তাহে বিবাহিতা জনৈকা মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদেহের পাশে দু'টি পাতায় কিছু উচ্ছিষ্ট খাবার পড়ে থাকতে দেখে নবগ্রাম পুলিশ সন্দেহ করছে মহিলাকে হত্যা করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

শিশু উদ্যান উদ্বোধন

রঘুনাথগঞ্জ, ৩ জুন—গতকাল স্থানীয় ইউথ ক্লাবে সদ্যনির্মিত একটি শিশু উদ্যান উদ্বোধন করেন পুরপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়।

স্বেচ্ছা শ্রমে সড়ক সংস্কার

সাগরদীঘি, ৬ জুন—সাগরদীঘি সুরেন্দ্রনারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা 'স্পেসিফিক এ্যাকটিভিটিজ' সিলেবাসের কর্মসূচী অনুযায়ী স্বেচ্ছা শ্রমে সাগরদীঘি ডাকঘরের সামনে একটি প্রধান সড়কের বিপজ্জনক গর্ত বন্ধ করে দিয়েছে। তারা নিজেরাই ইট এবং মাটি বয়ে নিয়ে এসে গত শনিবার থেকে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করে, শেষ হয় আজ। একই শ্রেণীর ছাত্রীদের সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হাতে-কলমে নার্সিং-এর কাজ শেখানো হচ্ছে। শিক্ষণ সম্পূর্ণ হলে তারা নিজেদের বাড়িতে নার্সিং-এর কাজ করতে পারবে। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ছাত্রীদের যথেষ্ট সাহায্য করছেন বলে বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক অজিত মুখার্জি জানান। তিনি বিশ্বাস করেন এই পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

১৪৪ ধারা অমান্য, গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি, ৬ জুন—গত সপ্তাহে রমনা-সেখদীঘি জলকরে ১৪৪ ধারা অমান্যের অভিযোগে ১২ জন সশস্ত্র ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশী সূত্রে জানা গিয়েছে, জলকরটি বন্দোবস্তের পর থেকে সেখানে গ্রাম্য দলাদলির সৃষ্টি হয়। এবং শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ফলে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ঘটনার দিন অভিযুক্তরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে পাওয়া তীর-ধনুক, লাঠি-কাতি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র আটক করা হয়।

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

NOTICE

As required u/s 57 of the M. V. Act 1939 it is notified for the information of all concerned that valid applications form the owners of the vehicles noted below have been received for the grant of permanent route permit in respect of the route noted against each.

Sl. No.	Name and address of the applicant owner.	Number of Vehicles owned by the applicant.	Name of the route in respect of which permanent permit has been applied for.
1.	M/S Dutta & Co Vill—Chak, P. O. Islampur Dist. Murshidabad.	WGQ—1119	Berhampore to Gopalpurghat via Raninagar & Sk. para (One round trip)
2.	Sri Prabhatendu Bagchi S/O Late S. S. Bagchi Malati Kunja Kadai P. O. Berhampur Dist. Murshidabad.	WGQ—962	Berhampore to Jangipur via Jiaganj and extended up to Gantlaghat. (One round trip)
3.	Sri Shib Narayan Bhakat & another. P. O. & Vill. Nayansukh Dist. Murshidabad.	WGQ—1010	Raghunathganj to Farakka (Two round trip)
4.	i) Sri Pradip K. Mukherjee S/O Sri Birendra Mukherjee	WGQ—1256	Berhampore to Ramnagarghat via Bazarshaw (Two round trip daily)
	ii) Sri Tapan K Mukherjee S/O Late Anil K. Mukherjee		
	iii) Sri Samir K. Paul S/O Late Adhir K. Paul 29, Paranseel Lane P. O. Khagra, Dist Murshidabad.		
5.	i) Sri Mohit Kumar Biswas	WGQ—1260	Berhampore to Patkabari via
	ii) Mihir Kumar Biswas S/O Late Mahendra Nath Biswas Vill. Patkabari Dist. Murshidabad.		Hariharpara & Amtala (Two round trip daily)

Representation/objection, if any in this connection will be received in the office of the undersigned upto 5-30 P. M. of 25. 6. 77. The date and time of the meeting of R. T. A. Murshidabad to be held to consider the application as well as representation/objection if any will be communicated to all concerned in due course.

S/d.- (S. K. Dutta)
Regional Transport Officer,
Murshidabad.

(Issued by the Dist. Information & Public Relations Officer, Murshidabad.)

লাভের ধন কে খায় ?

ধুলিয়ান, ৭ জুন—বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, গত বুধবার কয়েক লাখ টাকার চোরাই আফিম, গাঁজা ও মশলা বোঝাই একটি নৌকা ধুলিয়ান গঙ্গায় ডুবে যায়। বাঙলাদেশ থেকে চোরাই দ্রব্যগুলি স্থানীয় কুখ্যাত এক চোরাকারবারীর আড়তের কাছে নদীর ঘাটে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু আড়তদারের সঙ্গে দরদস্তুরে পড়তা না হওয়ায় চোরাকারবারী ব্যাপারীরা মালদহের উদ্দেশ্যে নৌকা ভাসায়। এবং মাঝ নদীতে গিয়ে মা ল সু দ্ধ নোকাটি ডুবে যায়। দরদস্তুরে মনো-মালিন্য ঘটায় আড়তদারের লোকজন গিয়ে ব্যাপারীদের নৌকার তলা ফুটো করে দেয় এবং তার ফলেই নৌকা ডুবে যায় বলে জানা য'য়।

প্রার্থীদের বক্তব্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানা যায়নি, একজন সভারম্ভে বিলম্ব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য উপস্থিত হতে পারেননি।

সভায় যে দু'জন প্রার্থী উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন নির্দল প্রার্থী, নাম টি এ নুরন্নবী। তিনি সংক্ষেপে এবং সোজাসুজিভাবে বলেন যে, ১৯৬৭ সালে তিনি বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে ফরাক্কা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিগত লো ক স ভা নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে-ছিলেন। বি ধা ন স ভা য় লড়ছেন নবগ্রাম ও জঙ্গিপুর কেন্দ্রে। সবাই তাঁকে বলে, তাঁতিদের ছয় হাজার ভোট তাঁর বাঁধা, তাই তি'ন দাঁড়িয়ে-ছেন। তাছাড়া তিনি নিজে একজন তাঁতি, তাই নির্বাচনে জিততে পারলে তিনি তাঁতিদের স্বার্থ সর্ব্বাগ্রে দেখবেন কারণ ওদের কেউ দেখেন না। তাঁর বক্তব্য শেষে দু'জন শ্রোতা তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি তার উত্তর দেন।

উপস্থিত দ্বিতীয় প্রার্থী আর এস পির মৃন্ময় বাগচী দীর্ঘ এক ঘণ্টার উপর যে বক্তব্য রাখেন তার সারকথা, তিনি স্থানীয় লোক কি বাইরের লোক সেটা বড় প্রশ্ন নয়, বড় প্রশ্ন গণতন্ত্র থাকবে কি থাকবে না সেইটা। গণ-তন্ত্রের শত্রু কংগ্রেসকে পরাজিত করার জন্য, ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের জন্য এবং পশ্চিমবঙ্গ জনতা পার্টির বিভেদ নীতিকে পরাস্ত করার জন্য তিনি বামফ্রন্টকে ভোট দিতে বলেন। শ্রোতারা কেউ তাঁকে প্রশ্ন করেননি।

এস ইউ সি প্রার্থী অচিন্ত্য সিংহের অনুপস্থিতির জন্য সভা শেষে বক্তব্য রাখতে আহ্বান জানানো হয় এস ইউ সির জনৈক কর্মীকে। আর এস পি এবং ত্রিদিববাবু সম্পর্কে তাঁর দুটি মন্তব্যে আর এস পির জনৈক কর্মী তাঁকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেন এবং কিছুতেই তাঁকে বক্তব্য রাখতে দেওয়া হয় না। এক রকম জোর করে শেষ হয়ে যাওয়া সভার একেবারে শেষ অঙ্কটি পণ্ড করে দেওয়া হয়।

ভোট আগামী মঙ্গলবার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পারটি রওনা হয়ে যাবেন ১৩ জুন সকালে ম হ কু মা শাসকের অফিস থেকে। ৩৭১টি বুথের জন্য রিজারভ-সহ পোলিং পারটি আছে এবার ৪০৬টি। প্রায় দু'হাজার কর্মী ভোট গ্রহণের কাজে লিপ্ত থাকছেন। বাস, ট্রাক, মিনিবাস এবং অন্যান্য মোটরযান ছাড়াও সুতী, সাগরদীঘি ও জঙ্গিপুর বিধানসভাগুলির জন্য ৫০টি নৌকো এবং দু'হাজার গরুগাড়িকে কাজে লাগানো হবে। সমগ্র মহকুমাকে ৩৬টি সেকটরে ভাগ করে পুলিশী ব্যবস্থাও বেশ জোরদার করা হচ্ছে। হোমগারড, এন ভি এফ, বি এস এফ, এস ই পি অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনী এবং ৮০% পুলিশ কর্মচারী অফিসারকে ওই দিন ভোট গ্রহণের কাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যস্ত থাকতে হবে। বিগত লোকসভা নির্বাচনের মত বিধান-সভার এই নির্বাচনেও মহকুমার নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় খোঁজখবরের জন্য রঘুনাথগঞ্জ ফাঁড়িতে ওই দিন কন্‌ট্রোল রুম খোলা হবে। এ ছাড়াও অতিরিক্ত টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে বরণ ডালা সাজিয়ে বসে আছে পুলিশ এবং প্রশাসন। এখন ১৪ জুন এলেই হয়।

ভোট গণনা ঃ এদিকে জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, জঙ্গিপুর মহকুমার ৫টি বিধান-সভা কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে মহকুমা শাসকের অফিস কমপাউনডে। তিন দিন ধরে ভোট গণনার কাজ চলবে। ফরাক্কা ও অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে ১৬ জুন, সুতী ও জঙ্গিপুর কেন্দ্রের ১৭ জুন এবং সাগরদীঘি (তপঃ) বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে ১৮ জুন।

EOMITE

PAINTS

A Colourful Blend Of Quality

&

Service

PAMMEL, KINGLAC, KING Q D.

for Painting Doors & Windows

BLUNCEM, PLASTIC PAINT & DISTEMPER

for Walls Exterior & Interior.

They reflect your good living style.

BLUNDELL EOMITE PAINTS LTD.

—: Special Stockist :—

S. K. Roy Hard Ware Stores.

Raghunathganj : Murshidabad

Phone No. 4

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।